বর্ষ ৬ | সংখ্যা ৫ | জৈষ্ঠ ১৪২৯ | মে ২০২২

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে পবিত্র ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

পবিত্র ঈদ উল ফিতর ২০২২-এর ঈদের জামাত আজ মঙ্গলবার ৩ মে ঈদের দিন সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র ঈদের জামাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম খান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব-১ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফ সালাম খান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রসুল আমিন শিপন, সহকারী অধ্যাপক ডা. হাসান শাহরিয়ার আহমেদ, ডা. তানভীর আহমেদ প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে অংশগ্রহণ করেন। ঈদ জামাতে ইমামতি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-এর পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি আব্দুল আহাদ। ঈদের জামাত শেষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সকলের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিজ কার্যালয়ে অবস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবাসহ সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এসময় উপর্যুক্ত কর্মকর্তা, শিক্ষক, চিকিৎসক ছাড়াও নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার ঈদের দিন মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

এদিকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের ছুটির দিনগুলোতে যাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো ঘাটতি না হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশে আজ মঙ্গলবার ৩ মে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ইনডোর, জরুরি বিভাগ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু রয়েছে। আগামীকাল ৪ মে বুধবার ঈদের ছুটির মাঝেও অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অন্তঃবিভাগ, বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ফিভার ক্লিনিক ও কোভিড ১৯ সনাক্তকরণ পিসিআর ল্যাব রোগীদের সুবিধার্থে খোলা থাকবে। ৫ মে বৃহস্পতিবার প্রচলিত নিয়মে অফিস খোলা থাকবে।

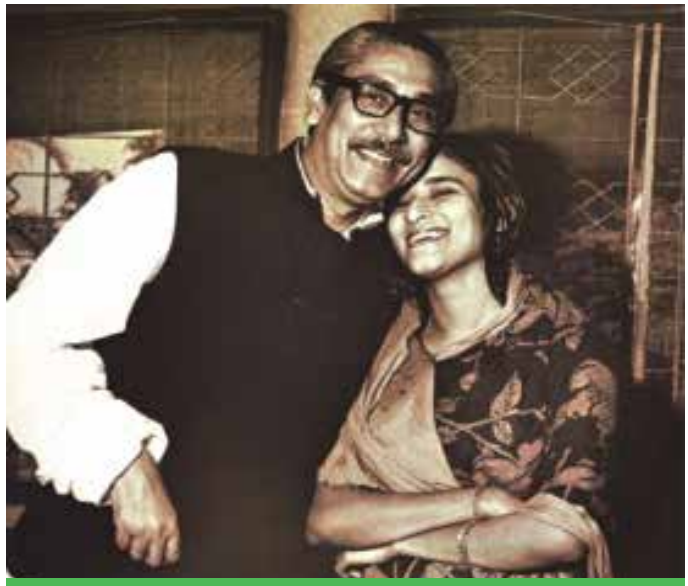

"বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হলে অসাধ্য সাধন করতে পারে"
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শোক সংবাদ

বিএসএমএমইউ'র প্রক্টরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ আশফাকুর রহমানের ইন্তেকাল, নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের শোক প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ আশফাকুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। গত বুধবার ১১ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে আশফাকুর রহমান ভারতের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লিউকোমিয়া রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

এদিকে মরহুমের জানাযার নামাজ আজ শনিবার ১৪ মে ২০২২ইং তারিখে বাদ এশা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ-এর জনাব হাফেজ আব্দুল আহাদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. মোঃ এম.এ আব্দুল আজিজ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমানে ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, মরহুম মোঃ আশফাকুর রহমানের পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মরহুম মোঃ আশফাকুর রহমানকে আগারগাঁওস্থ কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

বিএসএমএমইউতে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানসকন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে) সকাল ৯টায় দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (প্রাশসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্তব্ধ বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আগামী দিনে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

কর্মসূচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, বিএসএমএমইউ শাখা স্বাচিপের সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো প্রমুখসহ শিক্ষকবৃন্দ, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নার্সদের সেবার মানোন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, নার্সদের সেবার মান আরও উন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পদোন্নয়ন ও আবাসনসহ তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় (১৯ মে ২০২২ খ্রিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকে বিশ্ব নার্স দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তারা শুধু দিনের বেলাতেই নয়; সারারাত জেগে রোগীর পাশে থেকে সেবা প্রদান করেন। পরিবারের সদস্যের মত আন্তরিকতার সাথে সেবা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, পদোন্নতি না হলে কর্মজীবীরা হতাশ হয়ে পড়েন। আমি দায়িত্ব নেবার পর ১৮১ জন নার্সকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান,পদোন্নয়ন দিয়েছি। পাশাপাশি ৭০০জন নার্স নতুন নার্স নিয়োগ দিয়েছি।

হাসপাতালের সেবা তত্ত্বাবধায়ক সন্ধ্যা রানী সমাদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার, হাসপাতালের পরিচালক বিঃ জেঃ ডা. নজরুল ইসলাম খান, উপ-সেবাতত্ত্বাবধায়ক খালেদা আক্তার, উপ-সেবাতত্ত্বাবধায়ক শান্তি হালদার প্রমুখ।

বিশ্ব আইবিডি দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

পেটের প্রদাহজনিত রোগ আইবিডি নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

“দুই মাসের মধ্যে সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতাল উদ্বোধন করা হবে”, “রোগীদের সুবিধার্থে ইভেনিং সার্জারি চালু করা হবে”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, পেটের প্রদাহজনিত রোগ আইবিডি (inflammatory bowel diseases-IBD) নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এই রোগে ভুগছেন। পরিপাকতন্ত্রের এই রোগের মাধ্যমে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। আইবিডি বা পেটের প্রদাহজনিত এই রোগ নিরাময়যোগ্য না হলেও চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং আগেভাগে রোগটি চিহ্নিত হলে ক্যান্সার থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। আজ ১৯ মে ২০২২ইং তারিখে বিশ্ব আইবিডি দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এবং শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো IBD has no age অর্থাৎ আইবিডি যেকোনো বয়সের মানুষের হতে পারে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে আরো বিশ্বমানের করতে আগামী দেশের প্রথম স্পেশালাইজ করা সম্ভব হবে তিনি আরো সুবিধার্থে ও পরিধি আরো বিস্তৃত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভেনিং শিফটে সার্জারির কার্যক্রম চালু করা হবে।

বলে আশা করছি। জানান, রোগীদের চিকিৎসাসেবার

সেমিনারে ‘আইবিডি এক্সপ্রিয়েন্স ইন বিএসএমএমইউ’ শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও আইবিডি ফ্রি ট্রিটমেন্ট ক্লিনিকের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ। তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে ক্লিনিকটি পরিচালনা করছি। পেটের প্রদাহজনিত রোগ বা আইবিডি বলতে দুটি আলাদা রোগ আলসারেটিভ কোলাইটিস ও ক্রোনস ডিজিজকে বোঝায়। এই পাঁচ বছরে ৬১৭ জন রোগী নিবন্ধিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৯০ জন ক্রোনস ডিজিজ ও ৩২৭ জন আলসারেটিভ কোলাইটিস রোগী রয়েছেন। মোট রোগীর ৬০ শতাংশ পুরুষ ও ৪০ শতাংশ নারী। রোগীদের প্রায় সবাই ২০-৪৫ বছর বয়সী। অর্থাৎ তরুণদের মধ্যে রোগটির প্রকোপ বেশি। তবে একেবারে কম বয়স থেকে শুরু করে ৯০ বছর বয়সীদেরও এ রোগ হতে পারে। শহরের লোকজনের মধ্যে রোগটির প্রকোপ একটু বেশি হলেও গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যেই এ রোগের প্রবণতা কাছাকাছি। শ্রেণি বিবেচনায় গরিব ও ধনী রোগী সমান।

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনওয়ারুল কবীরের সভাপতিত্বে ও রেডিয়্যান্ট ফার্মাসিউটিক্যালস এর সহায়তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার, শিশু গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রোকুনুজ্জামান, কলোরেক্টাল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সাহাদত হোসেন সেখ, আইবিডি ক্লিনিকের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. চন্দন কুমার রায় প্রমুখসহ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে ‘আইবিডি এক্সপ্রিয়েন্স ইন বিএসএমএমইউ’ শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও

বাকি অংশ পৃ-৬, কলাম-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীদের জন্য ন্যাসভ্যাকের নতুন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রায়ালটির উদ্বোধন করেন। দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষনার উপর গুরুত্বারোপ

আজ শনিবার ২১ মে ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগে ন্যাসভ্যাকের নতুন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়েল মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রায়ালটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগীতার আশ্বাস দেন। তিনি এমন বিশ্বমানের গবেষকদের প্রশংসা করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষনায় নেতৃত্ব দিবে। অনুষ্ঠানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটির প্রধান গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনের ডিভিশন প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) ট্রায়ালটি সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাপান প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও ন্যাসভ্যাকের অন্যতম উদ্ভাবক ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর, লিভার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ মোহাম্মদ নূর-ই-আলম (ডিউ), বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম মাহমুদুল হক পল্লব এবং ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেলাল উদ্দীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আব্দুর রহীমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আইয়ুব আল মামুন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম ওষুধ ন্যাসভ্যাক যা বাংলাদেশে উৎপাদনের জন্য এরই মধ্যে অনুমোদন পেয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই বাংলাদেশের হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীরা ন্যাসভ্যাক ব্যবহার করে সুফল পাবেন। এরই মধ্যে অবশ্য কিউবাসহ বিশ্বের একাধিক দেশে ন্যাসভ্যাক ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাপানের একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত রোগীদের উপর ন্যাসভ্যাকের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে এবং এরই মধ্যে এর সুফলও পাওয়া যেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীলের) নেতৃত্বে ন্যাসভ্যাকের ফেইজ-১,২ এবং ৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যা পরবর্তী সময় হেপাটোলজি ইন্টারন্যাশনাল প্লস ওয়ানের মত খ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি প্যাথোজেন্স এবং ভ্যাকসিন্স নামক দুটি শীর্ষ বৈজ্ঞানিক জার্নালে ন্যাসভ্যাকের ২ এবং ৩ বছরের ফলোআপ ডাটাও প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে লিভার সিরোসিস প্রতিরোধে ন্যাসভ্যাক অন্যতম কার্যকর ওষুধ। তাছাড়া এটি একটি ইমিউন থেরাপি যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ও লিভার রোগকে নিয়ন্ত্রনে রাখে। ন্যাসভ্যাকই পৃথিবীর প্রথম ইমিউন থেরাপি যা হেপাটাইটিস বি তথা যে কোন ক্রনিক ইনফেকশনের বিরুদ্ধে কার্যকর ও নিরাপদ হিসেবে প্রথমবারের মত একটি ফেইজ ৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে প্রমানিত হয়েছে। শুধু তাই নয় ন্যাসভ্যাকই ক্রনিক ইনফেকশনরে বিরুদ্ধে কার্যকর পৃথিবীর প্রথম ইনিউন থেরাপি যা দুই এবং তিন বছরের ফলোআপেও নিরাপদ ও কার্যকর বলে প্রমানিত হয়েছে। উল্লেখ্য ন্যাসভ্যাক ভারত এবং চীনের মত দেশকে ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ দেশে নিজস্ব উদ্ভাবিত ওষুধ অনুমোদনের অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগে ন্যাসভ্যাকের যে নতুন ট্রায়লটি শুরু হতে যাচ্ছে তাতে প্রধান গবেষক হিসেবে থাকছেন অধ্যাপক মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) আর ট্রায়ালটির এডভাইজার হিসেবে সংযুক্ত থাকবেন ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর। অতীতে যে সমস্ত রোগী হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের এন্টিভাইরাল ওষুধ গ্রহন করেছেন তাদের উপর ন্যাসভ্যাকের কার্যকারিতা যাচাই করার পাশাপাশি তাদের আরো কার্যকর চিকিৎসার আওতায় আনার জন্যই এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটির উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ন্যাসভ্যাক নিয়ে গবেষনার জন্য ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর ও অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) ২০১৯ সালে যৌথভাবে কিউবান একাডেমি অব সাইসেন্স কর্তৃক দেশটির সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সন্মাননা 'প্রিমিও ন্যাশনাল' পদক অর্জন করেন আর ২০২১-এ বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইসেন্স অধ্যাপক স্বপ্নীলকে 'বাস গোল্ড মেডেল'এওয়ার্ড প্রদান করেছে।

গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ মাত্রাতিরিক্ত খাবার ফলে ৪৫ শতাংশ গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

ব্যবস্থাপনাপত্র ছাড়া গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের বড় অংশ ওষুধ বিক্রি হচ্ছে
যত্রতত্র গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ব্যবহার কমাতে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, প্রোটন-পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ মাত্রাতিরিক্ত খাবার ফলে ৪৫ শতাংশ গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়। মাইক্রো নিউক্রিয়েন্ট যে গুলো লস হচ্ছে। যার ফলে দেহের ফ্রাকচার হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বিটামিন-১২, আয়রন এই পিপিআই ব্যবহারের ফলে ডিফিসিয়েন্ট হচ্ছে। তাই বলে এসব রোগের ভয়ে হঠাৎ করে পিপিআই বন্ধ করা যাবে না। পিপিআই ক্রমে দুই সপ্তাহ, এক সপ্তাহ করে কমিয়ে দিতে হয়ে। দিনে একটি, দুদিন পরে আরেকটি করে ওষুধ দেয়া যেতে পারে। আমরা যদি ডিসিপ্লিন ভাবে চলাফেরা করি তাতেও এসিডিটি হবে না। এসিডিটি না হলে ওষুধ খাওয়া লাগবে না। ওষুধ খাওয়া হলে আরেকটি রোগ তৈরী করা। একটি রোগের জন্য ওষুধ খেলে আরেকটি রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

রোববার সকাল সাড়ে ৮ টায় (২২ মে ২০২২ খ্রি:) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে "Overuse of PPI: A review of emerging concern" শীর্ষক সেন্ট্রাল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। PPI প্রোটন-পাম্প ইনহিবিটর (Proton-pump inhibitor) হচ্ছে এমন ধরনের ওষুধ যার প্রধান কাজ হলো পাকস্থলীর প্যারাইটাল কোষ থেকে এসিড নিঃসরণ কমানো।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা দেখছি বাংলাদেশের মানুষ রাস্তাঘাটে পণ্যের মত ওষুধ কিনে থাকে। অনেকে আবার ফার্মাসিতে গিয়ে দামী ওষুধ কিনে থাকেন। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের ফলে আমরা এন্টিবায়োটিক খেয়ে যে অবস্থায় রয়েছি তাতে দেশে ২০৫০ সালের মধ্যে এন্টিবায়োটিক এর অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে করোনা ভাইরাসের চেয়ে বেশী লোক মারা যাবে। আমাদের অনেকে যখন তখন স্টেরয়েড কিনে খাই। স্টেরয়েড খেয়ে মোটাতাজা হই। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ খারাপ।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ করোনাভাইরাসের প্রকোপের সময়ের মত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি মাস্কি পক্স নিয়ে সকলকে সতর্ক থাকতেও বলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. রাজীবুল আলম বলেন, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের বড় অংশ ওষুধ বিক্রি হচ্ছে ব্যবস্থাপনাপত্র ছাড়া। রোগীর একটু পাতলা পায়খানা, মাথাব্যথা, পিঠে ব্যথাসহ নানা জটিলতা দেখা দিলে ফার্মেসি দোকানীরা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিচ্ছেন। এই ক্ষেত্রেই একটু পানি পান করালে বা হালকা কিছু ওষুধ ব্যবহার করলে এই সমস্যা সমাধান করা যেত। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থাপনা পত্র ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের কারণে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিচ্ছে। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের কারণে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, স্মৃতিভ্রম মতো ঘটনা ঘটতে পারে এমনকি ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কমে আসতে পারে।

তিনি বলেন, রোগীর প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই এ ধরনের ওষুধ ব্যবস্থাপনা লিখতে হবে কিন্তু অপ্রয়োজনীয় অতিমাত্রায় এর ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। যত্রতত্র এবং অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ব্যবহার কমাতে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান এই বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। ইউএস ও ইউকে যখন ইচ্ছা তখন ওষুধ বিক্রি এবং কিনা সম্ভব নয়। বছরে তিনবার গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ কিনতে পারবেন। আপনি কিনতে পারবেন না। কারণে ওখানে সবকিছু রেকর্ড থাকে আর এর বিল পে করে কোন বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান। যদি আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবীমা থাকতো। ওষুধ বিক্রি ও কেনা এবং তদারকি করা সম্ভব হতো তাহলে এই অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্যাস্ট্রোএন্টারলোজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. রাজিবুল আলম, ফার্মাকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শরবিন্দু কান্তি সিনহা। নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সবুজের সঞ্চালনায় প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররাফ হোসেন, উপ উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান।

গত ২৩ মে ২০২২, অধ্যাপক ডাঃ মো. শারফুদ্দিন আহমেদ, ভাইস চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। ল্যাবরটরি সার্ভিস সেন্টারে কর্মরত ফ্লাবোটমিস্টগনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ল্যাবরটরি সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ লায়লা আনজুমান বানু, সদস্য সচিব ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারি সদস্য সচিব ডাঃ মাসুম, অধ্যাপক ডাঃ দেবতোষ পাল, অধ্যাপক ডাঃ সালাউদ্দিন শাহ, অধ্যাপক ডাঃ আফজালুন্নেসা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বিএনপি জামায়েত দেশ বিরোধী রাজনৈতিক অপশক্তি। বিএনপির সৃষ্টি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার আশীর্বাদে। উন্নয়ন নয়, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডই তাদের প্রধান কাজ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানসকন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি- জামায়েত বাংলাদেশকে বর্তমান শ্রীলঙ্কার অবস্থায় দেখতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি রেমিট্যান্স, গার্মেন্টস শিল্প ও কৃষিখাত। বর্তমানে এ তিনটি খাতে ভাল অবস্থানে আছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রগতিশীল চিন্তা ধারার। তাই কখনো বর্তমান শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান-পাকিস্তান হবে না।

আওয়ামী লীগের এ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না। এটি ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যারা একাত্তরে পরাজিত হয়েছিলো এবং তাদের পশ্চিমা মিত্ররা একাত্তরের পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিলো। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের হাত ধরে দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু হয়েছে। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের তিন লাখ নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছিলো। আওয়ামী লীগকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছিলো। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শাহ আজিজুর রহমানের মত স্বাধীনতাবিরোধীকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। পাকিস্তানের পরামর্শে আবদুল আলীম, মাওলানা মান্নান ও রজব আলীর মতো স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে কেবিনেট গঠন করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, দেশে সেতু হতে পারেই। তবে পদ্মা সেতুতে বাংলাদেশের মানুষের আবেগ মিশ্রিত। পদ্মাসেতু বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক। বিএনপি ও ড. ইউনুসসের ষড়যন্ত্রে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক পদ্মাসেতু নির্মাণে অর্থায়ন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও সাহসী পদক্ষেপের কারণে এ সেতু আজ উদ্বোধনের দ্বারপ্রান্তে।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরায় দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে, জাতি হিসেবে বাঙ্গালীকে এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক ভিন্ন উচ্চতায়। তবে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে, বাংলাদেশ নিরাপদ, বাংলাদেশ মানুষ নিরাপদ থাকবে। সে কারণেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তার বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শতায়ু কামনা করেন এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০৪১ সাল পরেও যাতে তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ- উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররাফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদারে সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত ডিনবৃন্দ, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্যবিদ্যালয়ে শিশু কিডনী বিভাগের আয়োজনে

বিশ্ব কিডনী দিবস ২০২২ অনুষ্ঠিত

বিশ্ব কিডনী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বর্নাঢ্য র‍্যালি ও জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োদজন করা হয়। "কিডনী চিকিৎসায় প্রয়োজন জ্ঞানের সেতুবন্ধন" এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এ বছরও ১০ই মার্চ বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্যবিদ্যালয়ের শিশু কিডনী বিভাগ ও পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে বিশ্ব বিডনী দিবস পালিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্যবিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডাঃ হাবিবুর রহমান (দুলাল) এবং দেশ বরেণ্য শিশু নেফ্রোলজিস্টগন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাচ্চাদের ডায়রিয়ার পর কিডনী এর কার্যক্ষমতা ভালো আছে কিনা দেখতে হবে এবং ব্যাথার ঔষধ ব্যবহারে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। বিগত এক বছরে শিশু কিডনী বিভাগে কতজন রোগী চিকিৎসা সেবা পেয়েছে, কতজন আরোগ্য লাভ করলো এ বিষয়ে আগামী বছর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাচ্চাদের যে উচ্চ রক্তচাপ থাকতে পারে, ডায়াবেটিস থাকতে পারে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের চিকিৎসা কেবলমাত্র শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরাই ভালো ভাবে করতে পারেন। তিনি পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্যবিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমাদের শিশু ডায়ালাইসিস রোগীদের যে বেড স্বল্পতা তা সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল চালু হলে তা দূর হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিশু কিডনী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ আফরোজা বেগম বলেন, বাংলাদেশে এখন পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস, হিমোডায়ালাইসিস, কিডনী প্রতিস্থাপনসহ সকল আধুনিক চিঃকৎসাই সম্ভব। তবে অর্থনৈতিক দূর্বলতার কারনে আমাদের অনেক রোগী দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নিতে পারছে না। অধ্যাপক ডাঃ রনজিত রঞ্জন রায় বলেন কিডনী রোগ প্রতিরাধ ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে। তিনি মায়ের গর্ভকালীন সময়ে অভিজ্ঞ সনোলজিস্ট দিয়ে বাচ্চার কিডনীর জন্মগত ত্রুটি নির্ণয় এবং এ ব্যপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোরদেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হানিফ, অধ্যাপক গোলাম মাঈন উদ্দিন, অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, অধ্যাপক ডাঃ শিরিন আফরোজ, অধ্যাপক তৌহিদ মোঃ সাইফুল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ সাইমুল হক, সহকারী অধ্যাপক ডাঃ তাহমিনা জেসমীন। তারা সকলেই শিশুদের কিডনী রোগ নির্নয় চিকিৎসা এবং এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করেন। এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কিডনী প্রতিস্থাপিত রোগী বিকাশ কুমার সরকার ও জুনায়েদ হোসেন মজুমদার। তারা তাদের বক্তব্য বলেন কিডনী প্রতিস্থাপন করে তারা অনেক ভালো আছেন এবং প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। বিকাশ বিয়ে করেছেন এবং তার দুটি সন্তান। সে ব্যবসা করে মাসিক ৩০,০০০/- - ৪০,০০০/- টাকা রোজগার করছেন। জুনায়েদ একজন সফল লেখক ও ব্যবসায়ীঅ জুনায়েদ তার বক্তব্যে ডায়রিয়া পরবর্তী কিডনী বিকল হবার ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে বলেন।

মাঙ্কিপক্স নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দেশে এখনো মাঙ্কিপক্স সনাক্ত হয়নি: বিএসএমএমইউ উপাচার্য, মাঙ্কিপক্স রোগের চিকিৎসার সব ধরণের প্রস্তুতি রয়েছে গুজবে আতঙ্কিত না হবার আহ্বান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশে এখনো এই রোগের কোন রোগী ধরা পড়ে নাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন পর্যন্ত মাঙ্কিপক্সের আক্রান্ত কোন রোগী পাওয়া যায়নি। তবে করোনা মহামারীকে আমরা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে মোকাবিলা করেছি, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে যেমনভাবে বাংলাদেশে আতংক সৃষ্টি করতে দেই নাই, সেরকমভাবে আমরা মাস্কিপক্স ভাইরাসের জন্যও প্রস্তুত আছি। দেশের মানুষকে যে কোন ধরনের গুজব বা আতঙ্ক এড়িয়ে চলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো এই রোগ থেকেও আমরা জাতিকে নিরাপদ রাখতে পারবো। করোনাভাইরাস মহামারীর রেশ কাটার মধ্যে মাঙ্কিপক্স যখন উদ্বেগের নতুন কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন ভবিষ্যৎ যে কোনো মহামারী মোকাবেলায় বিশ্ববাসীকে এক সঙ্গে কাজ করার উপর জোর দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররাফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগড় মোরল, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার উপস্থিত ছিলেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেসা, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আঞ্জুমান বানু সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির বিশ্ব থেকে এখনো শেষ হয়নি। এরমধ্যেই বিশ্বে আরো একটি ভাইরাস জেঁকে বসবার উপক্রম করছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য, ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ ১৪টি দেশে একটি ফুসকুড়িসহ জ্বরের ঘটনা ঘটেছে যা মাঙ্কিপক্স হিসাবে নির্ণয় করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা মাঙ্কিপক্সকে শনাক্তযোগ্য ও বর্ধনশীল ব্যাধি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইতোমধ্যে সংক্রামক রোগ 'মাঙ্কিপক্স' ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের প্রতিটি স্থল, নৌ এবং বিমান বন্দরে বাড়তি সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। মাঙ্কিপক্স একটি ডিএনএ ভাইরাস। কাউপক্স, ভ্যাক্সিনিয়া এবং ভ্যারিওলা (স্ম্যালপক্স) এই গ্রুপের ভাইরাস। এটি একটি জুনোটিক ভাইরাস যার প্রাথমিক সংক্রমণ সংক্রমিত প্রাণীর সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা সম্ভবত তাদের অপর্যাপ্তভাবে রান্না করা মাংস খাওয়ার মাধ্যমে ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। উদাহরণ-জংলী কুকুর, ইঁদুর, খরগোশ, কাঠবিড়ালি, বানর, সজারু ইত্যাদি। ১৯৫৮ সালে ল্যাবরেটরিতে প্রথম বানরের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম দেখা দিয়েছিল বলে ১৯৭০ সালে এর নামকরন হয় মাঙ্কিপক্স।

তিনি বলেন, এই ভাইরাসের ২টা স্ট্রেইন আছে। কঙ্গো বেসিন স্ট্রেন পশ্চিম আফ্রিকার স্ট্রেইনের চেয়ে বেশি মারাত্মক। এই ভাইরাস পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণই সবচেয়ে ভয়ংকর মাধ্যম বলে বিবেচিত। ৯০% রোগী ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু। গুটিবসন্তের টিকা বন্ধ করা এর একটি কারণ হতে পারে। আফ্রিকাতে ১-১০% পর্যন্ত মৃত্যুর হার রিপোর্ট করা হয়েছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে প্রাদুর্ভাবে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। জটিলতার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী ক্ষত, বিকৃত দাগ, সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, ব্রঙ্কোপনিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, কেরাটাইটিস, কর্নিয়ার আলসারেশন, অন্ধত্ব, সেপ্টিসেমিয়া এবং এনসেফালাইটিস। গুটিবসন্তের টিকা মাংকিপক্স থেকে ৮৫% সুরক্ষা প্রদান করে। ২ সপ্তাহের মধ্যে, সম্ভব হলে ৪ দিনের মধ্যে এটি ব্যবহার করতে হবে। ইনকিউবেশন পিরিয়ড গড়ে ১২ দিন, ৪ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত। প্রড্রোম ১ থেকে ১০ দিন স্থায়ী হয়। জ্বরজনিত অসুখের সাথে ঠান্ডা লাগা, ঘাম, প্রচন্ড মাথাব্যথা, পিঠে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, ফ্যারিঞ্জাইটিস, শ্বাসকষ্ট এবং কাশি হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেন, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি জ্বরের পরে ২-৩ দিনের মধ্যে ঘাড়ের চারদিকে দেখা যায়। ১ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ফুসকুড়ি তৈরি হয়। ফুসকুড়ি প্রায়ই মুখে শুরু হয় এবং তারপর শরীরের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ২ থেকে ৪ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এগুলো মুখমন্ডল, শরীর , হাত-পা এবং মাথার ত্বক জড়িত। হাতের তালু এবং পায়ের পাতায় ক্ষত দেখা যেতে পারে। এগুলি ব্যথাহীন হয়। যদি ব্যথা থাকে তাহলে এটি সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে হতে পারে। চুলকানি থাকতে পারে। হমোরেজিক এবং ফ্ল্যাট ফর্ম, যা গুটিবসন্তের সাথে দেখা যায়, মাঙ্কিপক্সের রোগীদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না। আক্রান্ত বা সন্দেহযুক্ত প্রাণীর সংস্পর্শে যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। প্রাণীর কামড়, আঁচড় এবং লালা বা প্রস্রাবের স্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আর আক্রান্ত রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে সকল ক্ষত শুকানো পর্যন্ত আইসোলেশন আর কোয়ারেন্টাইন করে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে, এফডিএ গুটিবসন্ত বা মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা দেওয়ার জন্য একটি লাইভ, নন-রিপ্লিকেটিং স্মলপক্স এবং মাঙ্কিপক্স ভ্যাকসিন অনুমোদন দিয়েছে। সিডোফোভির- মাঙ্কিপক্সের জন্য অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ স্মলপক্স ভ্যাকসিন, মাঙ্কিপক্স ভ্যাকসিন উভয়ই লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাক্সিনিয়া স্ট্রেন থেকে উদ্ভূত।

তিনি বলেন, গতকাল সোমবার বিকালের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঙ্কিপক্সের প্রথম রোগী সনাক্ত হয়েছে বলে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। যা ছিল নিছক একটি গুজব। বিষয়টি প্রথমে আমাদের নজরে আনেন গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল কিছু সংখ্যক সাংবাদিক ভাইয়েরা। তাদের এ তথ্যে আমাদের প্রশাসন আরো তৎপর হয়ে পড়ে। এহেন ঘটনার পরপরই আমরা খোঁজ নেয়া শুরু করি আসলে কী ঘটেছে।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, গুজব রোধ এবং গুজব রটনাকারীকে খুঁজে পেতে গণমাধ্যমের কর্মীদের পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনের কাছে মৌখিকভাবে সহযোগিতা চাওয়া হয়। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশের তড়িৎ পদক্ষেপে আমরা যে নোয়াখালি জেলার সেনবাগ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডা.আসিফ ওয়াহিদ অর্কের বরাতে সংশ্লিষ্ট গুজব পোস্ট হয় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই। তবে ডা. আসিফ ওয়াহিদ জানান এমন কোন ঘটনা সে জানে না। তিনি এমন পোস্টও করেনি। আমাদের ডাটাবেসেও মাঙ্কি পক্স রোগী ভর্তির কোন তথ্য নেই। সর্বোপরি এগুজব প্রতিরোধে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মূলত গণমাধ্যম কর্মীদের সোচ্চার ভূমিকার কারণে আজ দেশ একটি বড় গুজব প্রতিরোধ করতে পেরেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন,ডা. আসিফ ওয়াহিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের নতুন ভর্তিকৃত রেসিডেন্ট হলেও কোন ক্লাস করেন নি। যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তাকে ট্রেস করতে পারিনি। তিনি ৩৯ তম বিসিএসের স্বাস্থ্যক্যাডার। তিনি পরে নিজ ফেসবুকে মাঙ্কিপক্স নিয়ে কোন স্ট্যাটাস পোস্ট দেননি বলে জানান।

বিএসএমএমইউতে বিশ্ব থাইরয়েড দিবস-২০২২ পালিত

থাইরয়েডজনিত রোগ মোকাবিলায় সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব থাইরয়েড দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শোভাযাত্রা বের করে বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটি ও বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটি। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় (২৫ মে ২০২২খ্রি:) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লক থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে বটতলা প্রদক্ষিণ করে টিএসসি হয়ে ডি ব্লকে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রার শুরুতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতিটি দিবসের উদ্দেশ্য হল জনগণকে সচেতন করা। আজ বিশ্ব থাইরয়েড দিবসের উদ্দেশ্যও তাই। থাইরয়েড নিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী বারডেমসহ অন্যান্য মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ থাইরয়েড জনিত রোগ মোকাবিলা করতে হবে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, হোমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাউদ্দিন শাহ, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন,সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহাজাদা সেলিম প্রমুখসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটি ও বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব আইবিডি দিবস ২০২২ উপলক্ষে র‍্যালি ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

আইবিডি ফ্রি ট্রিটমেন্ট ক্লিনিকের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বলা হয়, আইবিডি বা ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিস হচ্ছে পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত দীর্ঘমেয়াদী রোগ। এটা প্রধানত দুই ধরণের তা হলো আলসারেটিভ কোলাইটিস ও ক্রোনস ডিজিস। আলসারেটিভ কোলাইটিস শুধুমাত্র বৃহদন্ত্রে হয়ে থাকে। আর ক্রোনস ডিজিস মুখ থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্রের যেকোনো স্থানে হতে পারে। পেটে ব্যাথা, দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা, ওজন কমে যাওয়া ক্রোনস ডিজিজের প্রধান উপসর্গ। আর রক্তযুক্ত পাতলা পায়খানা হলো আলসারেটিভ কোলাইটিসের প্রধান উপসর্গ। দৈনন্দিন খাবারে শাকসবজী ও ফলমূলের স্বল্পতা, ফাস্টফুড গ্রহণ, অপরিস্কার পরিবেশে খাবার গ্রহণ, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, শারিরীক পরিশ্রম কম করা, স্থূলতা, অল্প বয়সে অতিমাত্রায় এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার, ধূমপান আইবিডি রোগের প্রধান কারণ। এই রোগ প্রধানত পাশ্চাত্যের হলেও বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এর প্রাদুর্ভাব পূর্বের তুলনায় বেশি। এটা তরুণ ও মধ্য বয়সের রোগ হলেও শিশু ও বৃদ্ধ বয়সেও দেখা দিতে পারে।

অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে ১৯৯০ সাল থেকে নিয়মিত আইবিডি রোগী দেখা হয়। প্রতি বৃস্পতিবার আইবিডি ক্লিনিকে ৩০ থেকে ৩৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। এরফলে এই ধরণের রোগীদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে জনসচেতনতার অভাবে আইবিডি রোগ বিলম্বে সনাক্ত হয়। যেমন ক্রোনস ডিজিসের ক্ষেত্রে ৪ বছর এবং আলসারেটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে দেড় বছর পর রোগী জানতে পেরেছেন যে তিনি আইবিডি রোগে আক্রান্ত। কিন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা শুরু করার জন্য এই রোগটি আগেভাগেই চিহ্নিত হওয়া উচিত। তিনি আরো জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিডি রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান ছাড়াও দরিদ্র তহবিলের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধসহ বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

-দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জাতীয় কবির স্মৃতিকক্ষে বিএসএসএমইউর শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার কবির স্মৃতিকক্ষে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আজ বুধবার বিকালে (২৫ মে ২০২২ খ্রিঃ, ১১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বি ব্লকের ১১৭ নং কক্ষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ উপাচার্য (একাডেমি) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ দায়িত্ব নেবার পর ২০২১ সালের ২৭ আগস্ট বিএসএসএমইউর বি ব্লকের ২য় তলায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য কক্ষ। প্রসঙ্গত, বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ১১৭ নম্বর কেবিনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এমপিএইচ কোর্সকে ২ বছর মেয়াদী করতে হবে : বিএসএমএমইউ উপাচার্য

করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিবাহিত স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশী মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়

'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারীকালে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, কুশলবস্থা, সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরসমূহ এবং মানিয়ে নেবার কৌশল' শীর্ষক জাতীয় জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। জরিপের গবেষণায় স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের মানসিক সুস্থতায় কাউন্সেলিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা জোরদার ও প্রবর্তনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিবাহিত স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশী মানসিক রোগে আক্রান্ত হন । বৃহস্পতিবার দুপুরে (২৬ মে ২০২২ খ্রি) নিপসম মিলনায়তনে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালনা করে নিপসম। গবেষণা দলের প্রধান নিপসম'র পরিচালক অধ্যাপক ডা. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ ফলাফল তুলে ধরেন। বাংলাদেশে করোনা মহামারির সময় স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ওপর মানসিক প্রভাব, সংশ্লিষ্ট কারণ ও মোকাবিলার কৌশল শীর্ষক গবেষণাটি ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে ১ হাজার ৩৯৪ জন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর। তাদের মধ্যে ছিলেন ৫৯৬ জন চিকিৎসক, ৭১৩ জন নার্স এবং ৮৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। এসব স্বাস্থ্যকর্মীরা অন্ত এক মাস করোনা রোগীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, নারীদের পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি) ঝুঁকি ছিল বেশি। যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬২ দশমিক ৯ শতাংশেরই পিটিএসডি ছিল। তাদের মধে ৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ ছিলেন বিবাহিত। স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের কাজের চাপ অনেক বেশি ছিল, তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রীর (পিপিই) অপ্রতুলতায় ছিলেন এবং করোনা সংক্রমণের ঝুঁকিতে ছিলেন। বাংলাদেশে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ২৩ দশকি ৫০ শতাংশ পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (পিটিএসডি) আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের মধ্যে চিকিৎসকদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়েছিল। এরপরেই ছিলেন টেকনোলজিস্ট ও নার্স। পিটিএসডিতে আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসক ২৪ দশমিক ৩০ শতাংশ, টেকনোলজিস্ট ২৩ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং নার্স ২২ দশমিক ৮০ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবার পাশাপাশি গবেষণাও বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে গবেষণা ফলাফলের উপর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোর্সের সময় ভিন্নটা দেখা যায়। একই কোর্স এমপিএইচ কোথাও ৬ মাস, কোথাও ৯ মাস, কোথাও ১২ মাস আবার কোথাও ১৮ মাস। ফলে সময় নিয়ে জটিলা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজটিলতা দূর করতে হলে সকল স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই এমপিএইচ কোর্সকে ২ বছর মেয়াদী করতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. সাইফুল হাসান বাদল, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন প্রমুখ। গবেষণা দলের প্রধান নিপসম'র পরিচালক অধ্যাপক ডা. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ ফলাফল তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পিটিএসডি আক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা সবার থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন বা চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন বা তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই স্বাস্থ্য সমস্যাটির সমাধান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করা উচিত।

বিএসএমএমইউতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো

তিন দিনব্যাপী গবেষণা পদ্ধতির কর্মশালা

নতুন বিষয় ও গবেষণার কাজে আরও মনোযোগী হতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক সাইন্স অনুষদের উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী গবেষণা পদ্ধতির (রিসার্চ মেথোডলজি ওয়ার্কশপ) বিষয়ক কর্মশালা। ২৮মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক সাইন্স অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, সকল বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণার কাজে আরও মনোযোগ দিতে হবে। তাদের এসব আর্টিকেল আমাদের জার্নালে প্রকাশ করা হবে। যাদের রিসার্চ ভাল হবে তাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দেয়া হবে। গবেষণার নানান দিক সম্পর্কে অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের গবেষণা থেকে কাট কপি পেস্ট বিষয়টি বাদ দিতে হবে। এর জন্য মৌলিক গবেষণার দিকে জোর দিতে হবে। পুরাতন গবেষণা নয় বরং নতুন বিষয়ে গবেষণার দিকে আরও নজর দিতে হবে। আমাদের দেশে কোন নিজস্ব ওষুধ নেই। তবে আমাদের এখানে নাসাভ্যাকের ট্রায়াল শুরু হয়েছে। আশা করি, সেটি ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। নতুন কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার বলেন, রিসার্চ মেথোডলজি বিষয়ক কর্মশালা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। গবেষকদের দক্ষতা ও গবেষণার মান বৃদ্ধিতে বিরাট অবদান রাখবে। এই কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের থিসিস পার্টে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের থিসিস প্রোটকল ও সাইন্টিফিক পেপার বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে। গবেষণার বিষয়ে শিক্ষকদের জ্ঞান ভান্ডারও এই কর্মশালার মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ হবে। প্রকৃতপক্ষে যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের গবেষণাসমূহ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রাকাশিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজ্জামেল হক। এসময় ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, এনাটমি বিভাগের অধ্যাপক ডা. খন্দকার মানজারে শামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভাষাসৈনিক আব্দুল গাফফর চৌধুরীর প্রতি বিএসএমএমইউর শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রয়াত দেশবরেণ্য কালজয়ী সাংবাদিক, কলাম লেখক ও গীতিকার ভাষাসৈনিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্বদ্যিালয় (বিএসএসএমইউ) পরিবার। শনিবার (২৮ মে) দুপুর ৩টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার মরদেহ এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের শ্রদ্ধা নিবেদন কালে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (একাডেমি) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সার্জিক্যাল অনকোলোজির সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, ডেপুটি রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. মুহম্মদ কামাল হোসেন,, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. আশিকুর রহমান, মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯ মে ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে লন্ডনের বার্নেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আবদুল গাফফার চৌধুরী। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

শিশু নিউরোলজি বিভাগের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত

কিটোজেনিক ডায়েট মৃগীরোগের চিকিৎসায় আশার আলো দেখাচ্ছে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, কিটোজেনিক ডায়েট মৃগীরোগের চিকিৎসায় নুতন আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে এই বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিটোজেনিক ডায়েট হলো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের পরিবর্তে প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাবারে গুরুত্ব দেওয়া। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সব ধরণের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন ইউনিট, ডিভিশন চালু করেছে এবং এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা দিতে যন্ত্রপাতিসহ যা যা প্রয়োজন হবে তার সবই নিশ্চিত করা হবে। আজ রবিবার ২৯ মে ২০২২ইং তারিখ, দুপুরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ক্রিস্টাল বলরুমে শিশু নিউরোলজি বিভাগে উদ্যোগে 'কিটোজেনিক ডায়েট ইন পেডিয়াট্রিক এপিলেপসি: কারেন্ট এন্ড ফিউচার পারসপেক্টিভ ইন বিএসএমএমইউ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিশু নিউরোলজি বিভাগ থেকে সদ্য পাসকৃত রেসিডেন্টগণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমি) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, শিশু অনুষদের ডিন ও ইপনার ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী। গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. কানিজ ফাতেমা, কনসালটেন্ট ডা. সানজিদা আহমেদ।

অনুষ্ঠানে নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. সঞ্জয় কুমার দে, শিশু কিডনী বিভাগের অধ্যাপক ডা. রণজিত রঞ্জন রায়, শিশু হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামাল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সৈয়দা তাবসসুম আলম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুভাষ কান্তি দে, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আহসান হাবীব হেলাল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ সবুজ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার প্রমুখসহ শিশু অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং নিউরোলজি, শিশু নিউরোলজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু বলেন, সারা বিশ্বে প্রায় পাঁচ কোটি লোক মৃগী রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশ এই সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে মৃগীরোগের আধিক্য রয়েছে। শিশুদের মধ্যে মৃগী রোগীর হার বড়দের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মৃগীরোগ বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে সহজে নিরাময়যোগ্য বা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। কিন্তু ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মৃগী রোগ আছে যা শুধুমাত্র ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ যোগ্য নয়। যাকে অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগ বা রিফ্রাক্টরি এপিলেপসি বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স এপিলেপসি বলা হয়। একজন শিশু নিউরোলজিস্ট জন্য এই ধরনের মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জও। কিটোজেনিক ডায়েট এই ধরণের অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগের ক্ষেত্রে একটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি। এটি কম শর্করা এবং উচ্চমাত্রার চর্বির সমন্বয়ে একটি খাবার পদ্ধতি। এই খাবার পদ্ধতি মৃগীরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু নিউরোলজি বিভাগ এবং ইপনাতে অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কিটোজেনিক ডায়েট চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করেছে। যদিও এখনও এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রেসিডেন্টরা এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। এই কিটোজেনিক ডায়েট চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হলে, খিঁচুনি বা মৃগী রোগের রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা অনেকাংশেই কমে যাবে।

সিঙ্গাপুর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মাননীয় উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) সকালে উপাচার্য মহোদয়ের কক্ষে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের সঙ্গে এসময় নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী উপস্থিত ছিলেন। এসময় দু'দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি সেসব বিনিময়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদকে তাদের দেশে একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদও তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাঙালিরা এমন একটি জাতি যা চায় তাই করতে পারেঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমাদের আমাদের গড় আয়ু ৩৭ বছর থেকে বেড়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাস্থ্যসেবা খাতে নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। তাই আমাদের সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান দেখাতে হবে। আমরা বাঙালিরা এমন একটি জাতি, আমরা যা চাই তাই করতে পারি। তার প্রমাণ করোনা যুদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা যুদ্ধে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং জাপানের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জড়িপে করোনা যুদ্ধ জয়ে আমরা সারা বিশ্বের পঞ্চম হয়েছি। বিশ্বের ৪৭ টি দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক রয়েছে। আমরা একদিনে ১কোটি ২০ লক্ষ লোককে টিকা দিয়ে একটি রেকর্ড অর্জন করেছি।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় (২৯ মে ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) ঢাকা ক্লাবে বাংলাদেশ রিমাউটোলজি সোসাইটির ১৪ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, রিমাউটোলজির ৬৯২ টি রোগ রয়েছে। যার মধ্যে আমরা ছোটখাটো কয়েকটি জিনিসের সাথে পরিচিত হই। মাসল পেইন, জয়েন পেইন, টেনডন ও লিগামেন্ট, কানেক্টিভ টিসুগুলোতে যে ব্যথা হয়, তা সারার নয়। গামা এ্যামাইনো বিউটেরিক এসিড দিয়ে কত দিন চলবে সেটা আবার কিডনি লিভারে কি প্রভাব ফেলে সেটি নিয়ে বেশ ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

তিনি বলেন, আমাদের স্পেশালিস্ট চিকিৎসক বাড়ছে, আমরা যেন জনগণকে সেবা দিতে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এসব বিশেষজ্ঞরা যাতে জেলা লেভেলের হাসপাতাল ও জেলার মেডিক্যাল কলেজে রোগীরা সেবা পায় সেজন্য তাদের পদায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রিমাউটোলজি বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। তারা ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি রিসার্চ ওয়ার্কে বেশী অংশ নেয়। আগামী ৬ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যালের বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালে পরিণত করতে হবে। সে জন্য রিমাউটোলজি বিভাগের গুরু দায়িত্ব থাকবে। বাংলাদেশ রিমাটোলজি সোসাইটির সাধারণ অধ্যাপক ডা. আবু শাহীনের সঞ্চালনায় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডা.সৈয়দ আতিকুল হক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টার কাউন্সিলের (বিএমডিসি) সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক একে আজাদ খান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও মহাসচিব অধ্যাপক ডা. ইহতাশামুল হক চৌধুরী দুলাল প্রমুখ।

বিএসএমএমইউতে শিশু এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগ ও এমডি কোর্স চালু করা হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩য় আন্তর্জাতিক শিশু হরমোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় (৩০ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিশু হরমোন সোসাইটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাচ্চার জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে ত্রুটি নির্ণয়ের যন্ত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা গবেষণা ও সেরা আর্টিকেলের লেখককে ভিসি এ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে। সময়ের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা করে শিশু এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগ খোলা হবে। একই সঙ্গে শিশু এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগে এমডি কোর্সও চালু করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মঞ্জুর হোসেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ ও ভারতের শিশু এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিশেষজ্ঞগণ, শিশু চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল
উপদেষ্টা: অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **ছবি:** সোহেল, আরিফ
প্রকাশক : ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়েবসাইট: www.bsmmu.edu.bd, ই-মেইল: mediacell@bsmmu.edu.bd
মুদ্রক : পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

বিএসএমএমইউর উপাচার্যের সাথে ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ
খুব শীঘ্রই বিএসএমএমইউতে লিভার প্রতিস্থাপন শুরু হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্যের সাথে ভারতের চার সদস্যের লিভার প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে ৮ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ ও ভারতের সুদীর্ঘকালের সম্প্রীতি তুলে ধরেন। লিভার প্রতিস্থাপন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে লিভার প্রতিস্থাপনের সকল ব্যবস্থাই আছে। করোনার পরবর্তী সময়ে আমাদের এখানে যতদ্রুত সম্ভব লিভার প্রতিস্থাপন কাজ শুরু করা হবে। এজন্য সব কারিগরি বিষয়গুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (নার্সিং অনুষদ) অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলাল, হেপাটোবিলিয়ারি পেনক্রিয়েটিক ও লিভার প্রতিস্থাপন সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ মোহছেন চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. বিধান চন্দ্র দাস, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ নূর-ই-এলাহী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফ উদ্দিন, ভারতের পক্ষে হায়দ্রাবাদ এইজি হাসপাতালের পরিচালক এ্যান্ড এইচওডি (লিভার প্রতিস্থাপন) ডা. পি বালাচন্দ্র, পরিচালক (লিভার এনেস্থিয়া) ডা. জিভি প্রেম কুমার, এইআইজি হাসপাতালের ভিপি সান্তোষ কুমার সাহো, এআইজি হাসাপাতালের জেনারেল ম্যানেজার নিলাদ্রী বি শ্যামল উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ভারতের এ চিকিৎসক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে দুদিন অবস্থান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোবিলিয়ারি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেদের লিভার প্রতিস্থাপনের বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। তারা ভর্তিকৃত রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে মতামত দেবন।

বিএসএমএমইউতে অপরিণত নবজাতকের চোখের রোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম আরওপি অনুষ্ঠিত
কেবিন ব্লকে আরওপি সেন্টার চালু: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচুরিটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় (২৪ মে ২০২২ খ্রি:) বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ ডা. মিলন হলে এর আয়োজন করা হয়। এ ন্যাশনাল সিম্পোজিয়ামে সারাদেশ থেকে রেটিনা বিশেজ্ঞ, শিশু চক্ষু বিশেজ্ঞ, শিশুদের চিকিৎসক, নিউন্যাটোলজিস্ট, গাইনোকোলজিস্টরা অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদল, সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিগত বছরের তুলনায় অন্যান্য রোগের মত শিশুদের রোগের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। আমরা গত ১০ -১২ বছর ধরে এ রোগ নিয়ে কাজ করছি। তারই অংশ হিসেবে অপরিণত নবজাতকের চোখের রোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কেবিন ব্লকের ৩ তলায় আরওপি সেন্টার চালু করেছি। যারা শিশুদের এ রোগের চিকিৎসার সাথে জড়িত তাদেরকে এসব বাচ্চাদের স্ক্রিনিং ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদল বলেন, শিশুদের রোগ আরওপি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বেশী প্রচার প্রচারণা প্রয়োজন। আপনারা যারা শিশু রোগ নিয়ে কাজ করেন তারা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করলে দেশব্যাপী এসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এইচ এম এনায়েত হোসেন বলেন, আমি ১০ বছর ধরে আরওপি রোগ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কাজ করছি।বিভাগ, জেলা ও উপজেলা লেভেলে এ রোগ সম্পর্কে নানান সভা সেমিনার সিম্পোসিয়াম করেছি।যার ফলে শিশুদের আরওপি রোগ নিয়ে আমাদের কাছে অভিভাবকরা আসতে শুরু করেছে। ৬৪টি জেলায় নিউ ন্যাটাল আইসিইউ স্থাপন করা হচ্ছে। এ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিসেফ আমাদের অত্যন্ত দামি ৮টি রেটিনাল আরটি ক্যামেরা দিয়েছে। একটি আরটি ক্যামেরার দাম কম করে হলেও দেড় কোটি টাকার মত হবে। সিম্পোজিয়ামে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের হায়দ্রাবাদের এলভি প্রসাদ আই ইন্সিটিউটের ডা. সুভদ্রা জালালী ও কলকাতার চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. অভিজিত চট্টোপাধ্যায়, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল খালেদ, অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী প্রমুখ ।